শত্রুমিত্র

কে তুমি? শত্রু না মিত্র তুমি? কে তুমি? পরম হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা চরম আততায়ী? কে তুমি ওহে মিত্র, আঁকিতেছ প্রেম-চিত্র অথবা বিচিত্র তুলিতে অঙ্কন করিতেছ বৈরিতার উগ্রমূর্তি?

বাঃ রে! কী তোমার খেলা? ফণীনাগ তুমি কালনাগ। তোমার ঐ সাপখেলার চমৎকারিত্বে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার ঐ কপট দান-প্রতিদানে আমি আবদ্ধ ও বশীভূত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ আমি তোমার ঐ বিষদন্তের বিষ প্রয়োগে বিপদগ্রস্ত মরণোন্মুখ।

ওহে কাল-রাক্ষস! তুমি আমার সর্বনাশ করিলে। নব বসন্তের আগমনে সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম ও মঞ্জরী বনে ঝটিকা আনিলে।

ওহে সর্বনাশা দেব! তুমি আমার রাঙা হেমাঙ্গিনী বধূসম নবারুণের আগমন বেলায় মহীবাসরে কাল-কুহেলিকা আনয়ন করিলে। তাই তুমি আমার বন্ধুর পথে লুঠেরা ডাকাত, জল পথে জলদস্যু তুমি। তুমি আমার জলের কুমীর, ডাঙার বাঘ।

চুপ রহ ধৃষ্ট! তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছিলে? মিথ্যা কথা। সে তোমার ভালবাসা ছিল না, হয়তো বা ছিল কিছু ভাল ভাষা। ভাল আশা ও স্বার্থপরতা।

কী লাভ তোমার? আমার মাংস তথা অস্থি-মজ্জা চিবাইয়া কী ফল হইতেছে তোমার? আমার কলঙ্ক রটাইয়া অঘটন ঘটাইয়া কোন্ উদ্দেশ্য সফল হইতেছে তোমার?

তুমি আমাকে ধোয়া ফুল বানাইতে চাহ? তাহলে জানিয়া রাখো, তাহাই দেব নিঃস্ব পূজারীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিবে। কিন্তু তুমি কোন অর্চনার যোগ্য পুষ্প হইতে পারিতেছ কি? তোমার রসনায় বারিদ ও বারিধী। কিন্তু তোমার হৃদয়ে অনাবৃষ্টির ভয়ানক মরুভূমি। সম্মুখে তুমি ফুটন্ত গোলাপের অম্লান মোহনীয় রূপ, কিন্তু পশ্চাতে তুমি ফুল-ফল-পত্রহীন সকন্টক বৃক্ষ।

পরিশেষে বলি, পরের জন্য কূপ খুঁড়িয়ো না, তুমিই তাতে পড়িয়া যাইবে। মধূপ হইয়া পুষ্পে উপবেশন কর, তাহা হইতে মধু আহরণ করিতে পারিবে। আর মর্কট হইয়া বসিও না, তাহা হইতে গরল সঞ্চয়ন করিবে।